চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

www.ccc.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) **৩১ মার্চ ২০২২**

মুজিব শতজন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে
গৃহহীন পরিবারে কাছে ঘর হস্তান্তর অনুষ্ঠানে মেয়র

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায়
কোন মানুষই গৃহহীন থাকবে না

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের বিজয় অর্জনের পরেই বঙ্গবন্ধু দেশ পুর্নগঠনের কাজ শুরু করে গৃহহীন মানুষের জন্য গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্প বাস্তবায়ন করেন। মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধু তনয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষের জন্য যে ৯লক্ষ ঘর প্রদান করেছেন তা জনসেবার অনন্য উদাহারণ হয়ে থাকবে। তিনি বলেন, ক্ষুধা-দারিদ্রমুক্ত বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণে বাংলাদেশে একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না। প্রধানমন্ত্রীর এই নির্দেশনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে চসিক গৃহহীন মানুষের বাসস্থান নিশ্চিতকল্পে মুন্সীপাড়া এবং ফুল চৌধুরী পাড়ায় জায়গা আছে ঘর নেই এধরণের পরিবারকে গৃহ নির্মাণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে ৩৭নং উত্তর মধ্যম হালিশহর ও ২৬নং উত্তর হালিশহর ওয়ার্ডে মুজিব জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে চসিকের উদ্যোগে গৃহহীনদের জন্য নির্মিত ঘরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ড কাউন্সিলর আবদুল মান্নান, লায়ন মো. ইলিয়াছ, সংরক্ষিত কাউন্সিলর হুরে আরা বেগম, মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম, চসিক প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আবু সালেহ, নির্বাহী প্রকৌশলী আশিকুল ইসলাম, মো. জসিম উদ্দিন প্রমুখ।

মেয়র আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শাসনভার গ্রহণ করার পর থেকেই দেশের অর্থনৈতিক সচ্ছলতার পাশাপাশি দুস্থ-দরিদ্র-অসহায় মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। যথাযথ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট রোড ম্যাপ একের পর এক বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশ এগিয়ে চলছে উন্নয়নের মহাসড়কে। তিনি বলেন, পদ্মাসেতু, মেট্রোরেল, রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কর্ণফুলীর তলদেশে ট্যানেল নির্মাণ, খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নারীর ক্ষমতায়ন সবই সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় এগিয়ে যাওয়া বাংলাদেশের চিত্র। তিনি বলেন, আমরা বিজয়ী জাতি, আমরা অবশ্যই ইপ্সিত লক্ষ্যগুলো অর্জন করতে পারবো। তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়নে দলমত নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মেয়র নির্মিত ঘরের চাবি উপকার ভোগী পরিবারগুলোর হাতে হস্তান্তর করেন। উল্লেখ্য চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নিজস্ব অর্থায়নে মোট ৭টি গৃহ নির্মাণ করে দিচ্ছে তার মধ্যে ৩৭নং ওয়ার্ডে ২টি, ৪০নং ওয়ার্ডে ১টি, ২৫নং ওয়ার্ডে ১টি, ২৬নং ওয়ার্ডে ১টি, ২৭নং ওয়ার্ডে ১টি ও ৬নং ওয়ার্ডে ১টি।

চসিকের উদ্যোগে স্বাধীনতা স্মারক পদক প্রদান অনুষ্ঠানে মেয়র

চট্টগ্রামের সকল গুণীজনদের
পর্যায়ক্রমে সম্মাননা প্রদান করা হবে

রাষ্ট্র ও সমাজে অনন্য অবদানের জন্য চট্টগ্রামের ৬ জন বিশিষ্ট নাগরিক ও একটি প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীনতা স্মারক সম্মাননা পদক ২০২২ দিয়েছে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন। সম্মাননা স্মারক পদক ২০২২ প্রদান উপলক্ষে আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে চসিক পুরাতন নগর ভবনের কে.বি আবদুচ ছত্তার মিলনায়তনে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

চসিক ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সচিব খালেদ মাহমুদ'র সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন চসিক প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা লুৎফুন নাহার বেগম। আরো বক্তব্য রাখেন প্যানেল মেয়র মো. গিয়াস উদ্দিন, আফরোজা কালাম, শিক্ষা ষ্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি ড. নিছার উদ্দিন আহমদ মঞ্জু, সমাজ কল্যান ষ্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি আবদুস সালাম মাসুম, ওয়ার্ড কাউন্সিলর মো. ইলিয়াছ, হাসান মুরাদ বিপ্লব, মো. নুরুল আমিন, সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর জেসমিন পারভীন জেসী, ফেরদৌসী আকবর, সংবর্ধিত অথিথির মধ্যে বক্তব্য রাখেন ডা. একিউএম সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, সাংবাদিক হেলাল উদ্দিন চৌধুরী ও আল মানাহীল এর পক্ষে আবুল কালাম আজাদ। অনুষ্ঠানে

উপস্থিত ছিলেন-চসিক প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম, উপসচিব আশেক রসুল চৌধুরী টিপু। মেয়র পদক প্রাপ্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন।

এ বছর স্বাধীনতা স্মারক সম্মাননা পদক প্রাপ্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে স্বাধীনতায় এম.এ ওহাব (মরণোত্তর), মুক্তিযুদ্ধে এস এম ইউসুফ (মরণোত্তর), সাংবাদিকতায় হেলাল উদ্দিন চৌধুরী, সংস্কৃতিতে ওস্তাদ জগদানন্দ বড়ুয়া (মরণোত্তর), ক্রীড়ায় নজরুল ইসলাম লেদু, সমাজ সেবায় আল মানহিল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, চিকিৎসায় ডা. এ কিউ এম সিরাজুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে পদক পাওয়া ব্যক্তি, তাঁদের স্বজনেরা এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি নিজেদের অনুভূতি প্রকাশ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, ৩০ লাখ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে ও প্রায় ৩ লাখ মা-বোনের সমভ্রম উৎসর্গ করে এবং কোটি মানুষের সর্বস্ব ত্যাগের ফসল আমাদের স্বাধীনতা। বাঙালির এই শ্রেষ্ঠ অর্জনকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পৌঁছে দিতে হবে। সবার অবদানের স্বীকৃতি দিতে হবে। যে জাতি গুণীদের সম্মান করতে পারেনা সেই জাতি উন্নত হতে পারেনা। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। এই উন্নয়নের চাকাকে সচল রাখতে আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

চসিক ও বিগ-আরএস সমঝোতা

সড়ক নিরাপত্তায় কার্যক্রম শুরু করেছে চসিক

নগরীতে সড়ক সংঘর্ষ কমিয়ে আনার লক্ষে কার্যক্রম শুরু করেছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আন্দরকিল্লাস্থ পুরাতন নগর ভবনে অস্থায়ী মেয়র দপ্তরে ভার্চুয়ালি এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী। সড়ককে নিরাপদ করতে জনবান্ধব এই কর্মসূচিতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাথে সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পাশে আছে ব্লুমবার্গ ফিলানথ্রোপিস ইনিশিয়েটিভ ফর গ্লোবাল রোড সেফটি (বিগ-আরএস)। ২০২৫ সাল পর্যন্ত সংস্থা দুটির কার্যক্রম চলমান থাকবে। সারাবিশ্বে সড়ক সংঘর্ষে অন্যতম প্রধান কারণ অতি গতিবেগ। সড়ক দুর্ঘটনা কমিয়ে আনতে এই কার্যক্রমকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে চট্টগ্রাম নগরীতে সড়ক সংঘর্ষ (Road crash) ও মৃত্যু কমিয়ে আনা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চসিক ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সচিব খালেদ মাহমুদ, মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম, নির্বাহী প্রকৌশলী শাহীনুল ইসলাম চৌধুরী, ব্লুমবার্গ ফিলানথ্রোপিস'র প্রতিনিধি রেবেকা বেভিঞ্জার এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ (সিএমপি), বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), সড়ক ও জনপথ বিভাগ-এর প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

উদ্বোধনকালে মেয়র রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, সড়ক নিরাপত্তার বিষয়টি চট্টগ্রাম নগরীর জন্য একটি অগ্রাধিকার বিষয়। সড়কে সংঘর্ষ এড়াতে গতিবেগ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি সড়ক ব্যবহারকারী তথা পথচারী ও বিশেষত সব ধরনের যানবাহনের চালকদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা জরুরি।

তিনি বলেন, এই সহযোগিতা কার্যক্রমের লক্ষ্য হলো, ট্রাফিক আইন প্রয়োগ জোরদার করা, সড়কের নকশা উন্নত করা, নিরাপদ অবকাঠামো নির্মাণ, সড়কে হতাহতের ঘটনার নজরদারি ব্যবস্থা, এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও আচরণ পরিবর্তনে প্রচারণা চালানো। মেয়র বৃহত্তর সহযোগিতা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে চট্টগ্রাম নগরীতে সড়ক সংঘর্ষ ও হতাহতের ঘটনা কমিয়ে আনার জন্য তিনি সিএমপি, বিআরটিএ, সড়ক ও জনপথ-এর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমি আশা করি আগামী চার বছরের পরিকল্পনা অনুযায়ী সড়ক নিরাপত্তা কৌশল ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা আরো বাসযোগ্য, নিরাপদ ও সহিষ্ণু চট্টগ্রাম গড়ে তুলতে পারবো। তবে এজন্য চট্টগ্রাম শহরের সড়ক নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় কেবলমাত্র পরীক্ষিত ও প্রমাণিত পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিগ-আরএস কার্যক্রমের প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক চট্টগ্রাম সিটির সার্বিক সড়ক নিরাপত্তার বিষয়গুলো উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, সড়কে সংঘর্ষ বিশ্বে মৃত্যুর ৮ম প্রধান মৃত্যুর কারণ এবং ৫-২৯ বছর বয়সীদের মৃত্যুর প্রধান কারণ। বাংলাদেশে ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুদের মৃত্যুর ৪র্থ প্রধান কারণ এটি। তাছাড়া সংঘর্ষের শিকার মানুষের শতকরা ৬৭ভাগের বয়স ১৫ থেকে ৪৯ বছর। 'নিরাপদ সড়ক চাই'-এর তথ্যমতে, ২০১৯ সালে ৪ হাজার ৫০০টির বেশি সংঘর্ষে ৫হাজারের বেশি মানুষ নিহত এবং প্রায় ৭ হাজার মানুষ আহত হয়েছে। রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের হিসাবে, ২০২১ সালে সারাদেশে ৫ হাজার ৩৭১টি সড়ক সংঘর্ষে নিহত হয়েছে ৬ হাজার ২৮৪ জন এবং আহত হয়েছে ৭ হাজার ৪৬৮ জন। নিহতদের মধ্যে ৮০৩ জন শিক্ষার্থী।

বিগ-আরএস কার্যক্রমের অংশ হিসেবে চসিক বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার ও নগর কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে গঠিত একটি নেটওয়ার্কে অংশ নিয়েছে। যেখানে বৈশ্বিক পর্যায়ের সড়ক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের সহায়তা নেয়ার সুযোগ রয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ, নিরাপদ সড়ক ও নিরাপদ চলাচল, পুলিশের আইন প্রয়োগ এবং গণমাধ্যম ও যোগাযোগে সহায়তা প্রদান করা হবে। সড়কে জীবন রক্ষায় তথ্য-উপাত্ত নির্ভর ও পরীক্ষিত সমাধান বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থাগুলো চসিককে কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করবে।

সহযোগী সংস্থাগুলোর মধ্যে রয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ভাইটাল স্ট্র্যাটেজিস, গ্লোবাল রোড সেফটি পার্টনারশিপ (জিআরএসপি), ওয়ার্ল্ড রিসোর্স ইন্সটিটিউট (ডব্লিউআরআই), জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটি ইন্টারন্যাশনাল ইনজুরি রিসার্চ এবং জাতীয় পর্যায়ে কর্মরত সহযোগী সংস্থাসমূহ (জিএইচএআই/বিশ্ব ব্যাংক/ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা)।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ব্লুমবার্গ ফিলানথ্রোপিস-এর প্রতিনিধি রেবেকা বেভিঞ্জার বলেন, "সড়ক সংঘর্ষ ও হতাহতের সংখ্যা কমিয়ে আনতে ব্লুমবার্গ ফিলানথ্রোপিস ইনিশিয়েটিভ ফর গ্লোবাল রোড সেফটি শীর্ষক আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কে চট্টগ্রাম নগরীকে স্বাগত জানাতে পেরে আমরা আনন্দিত। বিশ্বে প্রতি বছর ১৩লক্ষ ৫০হাজারেরও বেশি মানুষ সড়কে নিহত হয়। পরীক্ষিত ও উপাত্ত-নির্ভর কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই মৃত্যু সংখ্যার প্রায় পুরোটাই প্রতিরোধ করা সম্ভব। বিগ-আরএস কার্যক্রমের তৃতীয় ধাপে (২০২০-২০২২) যেসব দেশের শহর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে আর্জেন্টিনা, বাংলাদেশ, ব্রাজিল, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, ইথিওপিয়া, ভারত, উগান্ডা ও ভিয়েতনাম। বর্তমানে আক্রা ও কুমাসি (ঘানা), আদ্দিস আবাবা (ইথিওপিয়া), বোগোতা (কলম্বিয়া), ঢাকা ও চট্টগ্রাম (বাংলাদেশ), গুয়াদালাজারা (মেক্সিকো), হ্যানয় ও হো চি মিন সিটি (ভিয়েতনাম), কাম্পালা (উগান্ডা), মুম্বাই, বেঙ্গালুরু ও নয়াদিল্লী (ভারত) এবং সাও পাওলো, সালভাদর ও রেসিফ (ব্রাজিল) শহরে এই কার্যক্রম চলমান আছে।

চসিক ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত

অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে সেমাই প্রস্তুত করায়
২টি সেমাই কারখানাকে ১লক্ষ ৫০হাজার টাকা জরিমানা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ বৃহস্পতিবার নগরীতে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলীর নেতৃত্বে অস্বাস্থ্যকর, নোংরা ও দুর্গন্ধময় পরিবেশে সেমাই প্রস্তুত করার অপরাধে বাকলিয়া থানাধীন রাজাখালীস্থ আবদুল মান্নান সেমাই কারখানাকে (৪৭ মার্কা সেমাই) ৮০হাজার টাকা ও রফিক ফুড প্রোডাক্টসকে (ডাবল আম মার্কা সেমাই) ৭০হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই অভিযানে আছাদগঞ্জ এর ওসমানিয়া লেইন থেকে নিষিদ্ধ ঘোষিত বিপুল পরিমান পলিথিন ব্যাগ জব্দ করা হয়। অভিযানকালে সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর শৈবাল দাস সুমন, সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে সহায়তা প্রদান করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩